জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)

টুর্নামেন্ট পরিচালনা নির্দেশিকা-২০১৮

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

উপক্রমণিকা :

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধি ও খেলাধুলায় উৎসাহী করে গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদসহ সকল অসামাজিক কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)** আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ টুর্নামেন্ট সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে এবং সকলকে নিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া ত্বরান্বিত করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন, ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) নীতিমালা- ২০১৮** প্রণয়ন করেছে।

০১। **শিরোনাম:**

এ টুর্নামেন্টের নাম হবে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)**।

০২। **সংজ্ঞা:**

টুর্নামেন্ট: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতা।

অংশগ্রহণকারী দল: ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে), উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে), জেলা/সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)। জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় দল।

ম্যাচ কমিশনার : ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি যথাযথ নিয়মে খেলা সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে খেলার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কমিটি: টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহ।

রেফারি : খেলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

০৩। **টুর্নামেন্টের পর্যায় :**

এ টুর্নামেন্ট ৪টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে

(ক) উপজেলা/থানা (মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে)
(খ) জেলা/সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা)।
(গ) বিভাগ
(ঘ) জাতীয়

উপজেলার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা) ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ভিত্তিক দল গঠন করে উপজেলা/থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। উপজেলা/থানা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা/সিটি কর্পোরেশন(ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাজশাহী, খুলনা) পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

০৪। **খেলোয়াড়দের বয়সসীমা :**

খেলোয়াড়দের বয়সসীমা অনূর্ধ্ব- ১৭ বছর হবে। উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের বয়স ছবিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রত্যয়ন করবেন।

প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ে আগত দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিভিল সার্জন/প্রতিনিধি,একজন সহকারী কমিশনার এবং জেলা শিক্ষা অফিসার/প্রতিনিধি এর সমন্বয়ে একটি কমিটি প্রত্যয়ন প্রদান করবে। প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ে আগত দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিভিল সার্জন/প্রতিনিধি,একজন সহকারী কমিশনার এবং জেলা শিক্ষা অফিসার/প্রতিনিধি এর সমন্বয়ে একটি কমিটি প্রত্যয়ন প্রদান করবে।

০৫। **অংশগ্রহণকারী দলঃ**

(ক) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী দল নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে।
(১) মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, মাদরাসা ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
(২) ক্রীড়া ক্লাব
(৩) ক্রীড়া একাডেমি

(খ) সদস্য সংখ্যা: ২০ জন (১৮ জন খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কোচ)।

০৬ **খেলার মাঠ :**

(ক) খেলার মাঠের আয়তন: দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার (১১০ গজ) এবং প্রস্থ ৬৪ মিটার (৭০ গজ) হবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে টুর্নামেন্ট কমিটি মাঠের আয়তন ও অন্যান্য বিষয়াবলী নির্ধারণ করবে।

(গ) উপজেলা পর্যায়ের খেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরী হয়নি সেখানে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

০৭। **খেলার নিয়ম কানুন:**

(ক) টুর্নামেন্টের সকল খেলা নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

(খ) **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)** নীতিমালার আলোকে টুর্নামেন্ট কমিটি গঠিত হবে। এ নীতিমালার আওতায় খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা বাফুফের বিধি ও উপবিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৮। **খেলোয়াড়দের তালিকা:**

(ক) খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭(সাত) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট ছবিসহ দলের তালিকা প্রদান করতে হবে।

(খ) খেলা শুরুর এক ঘন্টা পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারির নিকট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দের তালিকা (০১ কপি) প্রদান করবে।

৯। **খেলার মাঠে প্রবেশ:**

(ক) দলের নির্ধারিত খেলোয়াড়, ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন প্রশিক্ষক খেলার মাঠে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গমন ও অবস্থান করতে পারবে।

(খ) খেলোয়াড় আহত হলে রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে কেবলমাত্র দলের কর্মকর্তা মাঠে প্রবেশ করতে পরবে।

(গ) রেফারির আহবানে মেডিকেল টিম মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

১০। **খেলোয়াড়দের পোশাক এবং সাজ-সরঞ্জাম :**

(ক) খেলোয়াড়গণ স্পষ্ট নাম্বারের জার্সিসহ ফুটবল খেলার পোশাক পরিধান করবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গে জার্সির রং মিলে গেলে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

(গ) প্রতিটি পর্যায়ের খেলায় খেলোয়াড়দের বুট পরিধান করতে হবে।

(ঘ) উপজেলা,জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে খেলা পরিচালনা করার জন্য ৩টি করে ফুটবল প্রদান করা হবে।

১১। **খেলার সময় :**

(ক) খেলা মোট ৯০ মিনিট পরিচালিত হবে। প্রথমার্ধ ৪৫ মিনিট এরপর ১০ মিনিট বিরতি এবং দ্বিতীয়ার্ধ ৪৫ মিনিট। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবে।

(খ) নির্ধারিত সময় খেলা অমিমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত তাহলে অতিরিক্ত সময়ে (৫+৫) ১০ মিনিট খেলা হবে। অতিরিক্ত সময়ে কোন বিরতি ছাড়াই ৫ মিনিট পর পার্শ্ব পরিবর্তন হবে। অতিরিক্ত সময়ে খেলার ফলাফল নির্ধারিত না হলে পেনাল্টি কিক (টাই-ব্রেকার) এর মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১২। **খেলোয়াড় বদলে এবং খেলা চলাকালিন খেলোয়াড়ের সংখ্যা :**

(ক) প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে সর্বোচ্চ ৪ জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

(খ) খেলোয়াড় তালিকায় অথবা খেলা শুরুর পর খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন দলে ৭(সাত) জনের কম খেলোয়াড় থাকলে খেলায় প্রতিপক্ষ দলকে ২-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। খেলায় যদি গোল সংখ্যা বেশি থাকে তবে উক্ত গোল সংখ্যা বহাল থাকবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলেই ৭জনের কম খেলোয়াড় থাকে তবে খেলাটি পরিত্যক্ত হবে।

১৩। **রেফারি :**

(১) খেলা পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারি নিয়োগ করবেন।

(২) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য অবশ্যই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটির তালিকাভূক্ত রেফারি নিয়োগ করা হবে।

(৩) রেফারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা।

১৪। **ফিক্শ্চার :**

(১) টুর্নামেন্ট কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্টের সময়সূচি/ফিকশ্চার প্রণয়ন করবে।

(২) নির্ধারিত খেলার সময়সূচি/ফিকশ্চার অনুযায়ী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্নামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ,সময় ও স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫। **ভাতা :**

উপজেলা,জেলা,বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক প্রতি খেলার জন্য দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে টিএ,ডিএ প্রদান করা হবে। খেলা চলাকালীন কোন দল খেলা হতে বিরত থাকলে উক্ত দল কোন ভাতা প্রাপ্য হবেনা।

১৬। **অংশগ্রহণের ব্যর্থতা :**

কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃততভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১৭। **চূড়ান্ত ক্রম নির্ধারণ :**

টুর্নামেন্টের কোন পর্যায়ে যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন থাকবে না। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় খেলা অমিমাংসিত থাকলে টাই-ব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী দল নির্ধারণ করা হবে।

১৮। **শৃঙ্খলা উপকমিটি :**

(ক) প্রত্যেক পর্যায়ে টুর্নামেন্ট কমিটি ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি গঠন করবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে সহাকারী কমিশনার,জেলা পর্যাযে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় পর্যাযে বিভাগীয় সদরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। শৃঙ্খলা উপকমিটি খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/দল ও রেফারিদের ভূমিকা/আচরণ নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯। **অভিযোগ/আপত্তি :**

(ক) খেলা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ফিসহ টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি/সম্পাদক বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।

(খ) অভিযোগ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা উপ কমিটির কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) অভিযোগকারীর পক্ষে রায় হলে অভিযোগের জন্য জমাকৃত ফি ফেরৎ প্রদান করা হবে। অন্যথায় উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হবে না।

২০। **আপিল :**

শৃঙ্খলা উপকমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট ৬(ছয়) ঘন্টার মধ্যে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটি ১২ (বার) ঘন্টার মধ্যে আপত্তি/আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১। **ম্যাচ কমিশনার :**

প্রত্যেক খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। ফুটবল খেলার নিয়মকানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে টুর্নামেন্ট কমিটি ম্যাচ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করবেন।

ম্যাচ কমিশনার খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, রেফারিদের যথাসময়ে মাঠে উপস্থিতি নিশ্চিত করাসহ মাঠে তাদের অবস্থান ও ভূমিকা পর্যবেক্ষণপূর্বক খেলা শেষে খেলার ফলাফলসহ সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

২২। **পাতানো খেলা :**

কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃঙ্খলা উপকমিটি কর্তৃক শনাক্ত হলে টুর্নামেন্ট কমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ০২(দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

২৩। **পুরস্কার :**

(ক) জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন) ও বিজিত (রানার্স আপ) দলকে নগদ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের সকল খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগত পদক প্রদান করা হবে।

(গ) টুর্নামেন্ট কমিটি প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলকে স্থানীয়ভাবে ট্রফি ও পদক প্রদান করবে।

(ঘ) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঙ) ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট এবং ফাইনাল খেলার ম্যান অব দি ম্যাচকে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(চ) এ টুর্নামেন্টের মাধ্যমে যে সকল প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় পাওয়া যাবে তাদের মধ্য হতে যারা বিকেএসপিতে ভর্তির যোগ্য তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিকেএসপিতে ভর্তির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের বাফুফের ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২৪। **গোল্ডকাপ:**

(ক) জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দলকে খেলা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে গোল্ডকাপ প্রদানপূর্বক ফেরত নিয়ে গোল্ডকাপ এর রেপ্লিকা প্রদান করা হবে।

(খ) রানার্স আপ দলকে অনুরূপভাবে সিলভার কাপ এর রেপ্লিকা প্রদান করা হবে।

(গ) কোন দল পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন/রানার্স আপ হলে উক্ত দলকে যথাক্রমে গোল্ডকাপ/সিলভার কাপ প্রদান করা হবে।

২৫। **খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত :**

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা/মাঠের বাইরে বা ভিতরে গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারি ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িক ভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এরপরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারি শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষনা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তরিখ সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে উভয় দলকে ঐদিন অর্থাৎ বাতিলকৃত খেলার দিনই অবহিত করতে হবে।

(খ) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিষ্কার করা হবে এবং প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(গ) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বেই খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে বা মাঠে অবস্থান করে বা রেফারির আদেশ অমান্য করে খেলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে উক্ত দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিষ্কার করা হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

২৬। **মিডিয়া কমিটি:** টুর্নামেন্টের ব্যাপক প্রচারণার জন্য উপজেলা,জেলা,বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে মিডিয়া কমিটি থাকবে ।

২৭। **বিবিধ :**

টুর্নামেন্ট কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ক) খেলার উপযোগী মাঠ, খেলার উপকরণসহ সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুভাবে খেলা আয়োজনের নিমিত্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) টুর্নামেন্টটি পরবর্তী বছর থেকে মেয়েদের জন্য আয়োজন করা হবে।

২৮। **সংশোধন :**

টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়ম কানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন /পরিবর্ধন করতে পারবে।

২৯। **শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তি :**

নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃঙ্খলা উপকমিটি নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

অপরাধ	শাস্তি
(১) কোন খেলোয়াড়কে লাল কার্ড প্রদর্শন করা হলে বা দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ডের পরিবর্তে লাল কার্ড প্রদর্শন করা হলে।	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে উক্ত খেলা থেকে বহিষ্কার হবে এবং পরবর্তী এক খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা। টুর্নামেন্ট কমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।
(২) কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে,খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে রেফারী/সহকারী রেফারি বা কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত বা অশোভন আচরণ বা আঘাত করলে।	খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট হতে বহিষ্কারসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(৩) মাঠে কোন খেলোয়াড় অন্য কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে শারীরিকভাবে আঘাত করলে।	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে পরবর্তী ২ খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখা হবে।
(৪)কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে।	সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে।
(৫) কোন দলের কর্মকর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে খেলার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে।	শৃঙ্খলা উপকমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দলকে বহিষ্কার/আর্থিক জরিমানা বা উভয়) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩০। **আরবিটেশন :**

টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন দল আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবেনা। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরবর্তি উচ্চতর কমিটির নিকট আপিল করতে পারবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব- ১৭)" শীর্ষক ফুটবল টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিঃ

টুর্নামেন্ট এর খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য উপজেলা/থানা (সিটি করপোরেশন এলাকাধীন), জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

(১) **জাতীয় কমিটিঃ**

১.	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- প্রধান উপদেষ্টা
২.	মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- উপদেষ্টা
৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
৪.	অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
৮.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	- সদস্য
৯.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	- সদস্য
১০.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১.	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	- সদস্য
১২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	- সদস্য
১৩.	মহা পুলিশ পরিদর্শকের প্রতিনিধি (এআইজিপির নীচে নয়)	- সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	- সদস্য
১৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদায়)	- সদস্য
১৬.	মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
১৭.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদায়)	- সদস্য
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
১৯.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২০.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২১.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২২.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২৩.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২৪.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
২৫.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	- সদস্য
২৬.	উপপ্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	- সদস্য
২৮.	বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি (প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৬.	জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	- সদস্য
২৭.	বাংলাদেশ গার্লস গাইডের প্রতিনিধি	- সদস্য

২৮.	সম্পাদক, ক্রীড়া জগৎ	- সদস্য
২৯.	মিডিয়া পার্টনার (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া)	- সদস্য
৩০.	জনাব বাদল রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	- সদস্য
৩১.	জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক	- সদস্য
৩২.	জনাব শেখ আসলাম, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	- সদস্য
৩৩.	যুগ্মসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ

১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।

২. গোল্ডকাপ এর ডিজাইন চূড়ান্তকরণ ও প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ।

৩. টুর্ণামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।

৪. বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলসমুহের অংশগ্রহণে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) বিভাগীয় কমিটিঃ

১.	বিভাগীয় কমিশনার	- সভাপতি
২.	উপ মহা পুলিশ পরিদর্শক	- সদস্য
৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	- সদস্য
৪.	জেলা প্রশাসক (সকল)	- সদস্য
৫.	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ	- সদস্য
৬.	উপপরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা (বিভাগীয় সদর)	- সদস্য
৭.	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা (বিভাগীয় সদর)	- সদস্য
৮.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিভাগীয় সদর	- সদস
৯.	বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১০.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১১.	বিভাগীয় সদরের জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি	- সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি	- সদস্য
১৩.	সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধি	- সদস্য
১৪.	বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৫.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৬.	বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর প্রতিনিধি(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭.	সভাপতি, বিভাগীয় ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৮.	জেলা ক্রীড়া অফিসার (বিভাগীয় সদর)	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. বিভাগীয় পর্যায়ের সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃংখলা বজায় রাখা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) **জেলা কমিটিঃ**

১.	জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	- উপদেষ্টা
২.	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	- সহ-সভাপতি
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিঃউঃ/সাঃ)	- সদস্য
৫.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৬.	জেলা কমান্ডান্ট, আনসার ও ভিডিপি	- সদস্য
৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
৮.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১০.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
১২.	জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৩.	সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	- সদস্য
১৪.	সাধারণ সম্পাদক, জেলা স্কাউটস্	- সদস্য
১৫.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	- সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৭.	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়র এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
১৮.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৯.	জেলা সদরের সরকারী বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (০১ জন)	- সদস্য
২০.	জেলা সদরের সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (০১ জন)	- সদস্য
২১.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	- সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. জেলা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) **উপজেলা কমিটিঃ**

১.	জাতীয় সংসদ সদস্য	- উপদেষ্টা
২.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	- পৃষ্টপোষক
৩.	মেয়র, পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- পৃষ্টপোষক
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
৫.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য

৬.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
৭.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	- সদস্য
৮.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	উপজেলা আনসার/ভিডিপি কর্মকর্তা	- সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
১১.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১২.	সভাপতি প্রেস ক্লাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
১৩.	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১৪.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	- সদস্য
১৬.	উপজেলা সদরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- ০১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭.	ক্রীড়া শিক্ষক- ০২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৮.	সাধারণ সম্পাদক , উপজেলা স্কাউটস	- সদস্য
১৯.	সভাপতি, উপজেলা ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
২০.	ক্রীড়ানুরাগী- ০২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২১.	সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. উপজেলা পর্যায়ের সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।